দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR.-৩ -- 1999
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৮

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে দুর্নীতি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর উপানুষ্ঠাকি শিক্ষা প্রকল্প-৩, চট্টগ্রাম অফিসে দীর্ঘ দিন যাবৎ টেন্ডার জালিয়াতি, ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারী সম্পদের অপব্যবহার হইতেছে। ইউনিসেফের অর্থায়নে ৮ হইতে ১৪ বৎসরের কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সরকার দেশের বিভাগীয় শহরে বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-এর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক স্কুল চালু করিয়াছেন। ঢাকার পর চট্টগ্রামে প্রথম পর্যায়ে ১০৩৫টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৫০টি স্কুল চালু করা হয়। প্রতি স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক এবং পনেরটি স্কুলের জন্য একজন সুপারভাইজার আছেন। শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সরকারীভাবে। উক্ত প্রশিক্ষণের উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী পত্রিকান্তরে বিজ্ঞপ্তিসহ জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা কো-অর্ডিনেটর, সিটি কর্পোরেশন ও জিপিও চট্টগ্রামের নোটিস বোর্ডে দরপত্রের কপি টাঙ্গানো বাধ্যতামূলক হইলেও তাহা মানা হয় না। আন্দর কিল্লার নির্দিষ্ট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশিক্ষণের উপকরণ ক্রয় করা হইয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে, ভুয়া দরদাতা হিসাবে দেখাইয়া টেন্ডার-কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়। সর্ব নিম্ন দরপত্রে প্রতি পিস কাটার-এর মূল্য ৩০ টাকা যাহার বাজার দর ১২টাকা, চক প্রতি প্যাকেট ১০টাকা বাজার দর ৫টাকা, ইকোনো বলপেন ৪টাকা বাজার দর ৩টাকা, ফোল্ডার পিস ৩০টাকা বাজার দর ১৫টাকা, সাইন পেনের ডজন ৪৮ টাকা বাজার দর ২০টাকা-এভাবে প্রতিটি উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য ধরিয়া সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ের ১৬টি ও ২য় পর্যায়ের ১৪টি এই মোট ৩০টি ভেন্যুর ভাড়া বাবদ ভেন্যু প্রতি বরাদ্দ দৈনিক ১০০০টাকা, (প্রশিক্ষণ চলে ১২দিন) হইলেও ৩০০/৪০০ টাকার নিম্নমানের ভেন্যু ভাড়া করিয়া বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় দেখানো হইয়াছে। যাহার সত্যতা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত ভাউচারের সহিত ভেন্যুর ভাউচার মিলাইয়া দেখিলেই প্রমাণিত হইবে। তাহার উপর আরো অনিয়ম রহিয়াছে। এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আঃ কাইয়ুম
১৪২ চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম